দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 27 APR 2013
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩

সরকারী কলেজে প্রয়োজনের অর্ধেক শিক্ষক থাকার কারণে অধিকাংশ ক্লাস হয় না

-বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি সরকারী কলেজ শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যা সমাধানের দাবীতে এবং সরকারী

১-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

সরকারী কলেজ

৮-এর পৃষ্ঠার পর

কলেজে তীব্র শিক্ষক সংকটের বিষয়টি সরকারকে জানাতে আজ (রবিবার) সকাল ১০টায় শিক্ষাভবন চত্বরে শিক্ষ সমাবেশ করবে। শিক্ষক সমাবে উপলক্ষে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি সরকারী কলেজ শিক্ষকদের সমস্যা নি সাংবাদিকদের সাথে গতকাল (শনিবার এক মতবিনিময় সভা করে। মতবিনিম সভায় সরকারী কলেজসমূহে তী শিক্ষক সংকট, কলেজসমূহে ছাত্র ছাত্রীদের স্থানাভাবে দীর্ঘদিনের সমস এবং শিক্ষাদান কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।

গতকাল সকাল সাড়ে ১১টায় তোপখান রোডস্থ মেহেরবা প্লাজায় সংগঠনে কার্যালয়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সমস্যাসংক্রান্ত লিখিত বক্তব্য পা করেন সমিতির মহাসচিব আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ কফিল উদ্দীন, যুগ্ম মহাসচিব মাসুদ রব্বানী খান, কোষাধ্যক্ষ মোঃ খালেকুজ্জামান ও দফতর সম্পাদক মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন।

মতবিনিময় সভায় বলা হয় শিক্ষাসংশ্লি বিভিন্ন পদে কর্মরত শিক্ষা ক্যাডা কর্মকর্তাদের পদচ্যুত করে সচি পদোন্নতিপ্রাপ্ত উপসচিবদের পদায়ন করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা ক্যাডারদের মেধাশূন্য করা হচ্ছে। যার বিরূপ প্রভাব পড়ছে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায়। তাছাড়া এ প্রক্রিয়া শহীদ জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রবর্তিত ক্যাডার গঠন নীতিমালার পরিপন্থী।

মতবিনিময় সভায় বলা হয়, এনাম কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সরকারী কলেজে পদের সংখ্যা ১৮ হাজার কিন্তু পদ আছে ১২ হাজার। আর এর বিপরীতে শিক্ষক আছে সাড়ে আট হাজার অথচ উচ্চ শিক্ষার শতকরা ৮০ ভাগ সরকারী কলেজসমূহের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু শিক্ষকের অভাবে সরকারী কলেজসমূহে ক্লাস হয় না। এটা কেন যেন সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় বুঝতে চায় না। অথচ শিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট যথাযথভাবে ব্যয়িত হলে এবং শিক্ষা সংক্রান্ত পদ শিক্ষা ক্যাডারের লোকদের দ্বারা পূরণ করলে গ্রামে থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা অধিক সংখ্যক হারে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে